দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 1 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে *শিক্ষামন্ত্রী*

২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে অনুমাননির্ভর হয়ে। এ কারণে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে এ *পৃঃ ১২ কঃ ৫*

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় করতে হবে তথ্যপ্রযুক্তি সমন্বয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হল শিক্ষার ভিত্তি। এজন্য শিগগিরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরো ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, এজন্য শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে তথ্যপ্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকার এ বিষয়ে ভাবছে। ২০১১ সাল থেকে তথ্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শাহজাহান শুভর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর শাহিদা রফিক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ও শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি প্রফেসর অজয় রায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির নতুন ওয়েবসাইট www.dujabd.com এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ব বাজারের চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা নীতি তৈরিও করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কম পক্ষে ২০ বছর পরের মার্কেট বিবেচনায় রেখে যোগ্য ও দক্ষ লোক গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ রাজনীতির দুষ্টচক্রে পাক খাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে গোটা জাতি প্রযুক্তিহীন হয়ে খারাপ সময় কাটাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যাকে নানাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই প্রযুক্তির জ্ঞান সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে নাগরিকরা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে পারে। শিক্ষা এবং প্রযুক্তি এখন সমার্থক। সরকারের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকেও প্রযুক্তিবান্ধব করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার শ্রমিক বিদেশে যাচ্ছে। যারা একদিকে অদক্ষ, অন্যদিকে তাদের কোন ধরনেরই প্রযুক্তি জ্ঞান নেই। তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলে দেশে ও বিদেশে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করত।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রিয়াদুল করিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবুল বাশার, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. শাহনাজ হক হুসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এস. আমিনুল ইসলাম, পালি ও বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুকোমল বড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সাইফুল ইসলাম খান, অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রকিব উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাংবাদিক ড. আব্দুল হাই সিদ্দিক ও মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি মুসতাক আহমদ ও মাহবুবুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম খোকন।